হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 1, Issue No. 9, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 1.00, July 2011

এমন সময় ছিল, যখন মুসলমানগণ এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অপরিণত ও সাম্প্রদায়িক-ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহাদের মূলমন্ত্র ঃ আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, মহম্মদই একমাত্র রসুল। যাহা কিছু তাঁহাদের উপাসনা-পদ্ধতির বহির্ভূত, সে-সমস্তই ধ্বংস করিতে হইবে এবং যে কোন গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলি পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা - অষ্টম খণ্ড (পৃষ্ঠা ২৯৬)

সন্দেশখালিতে আইনের শাসন নেই

ডাকাতরাই বাপন পাত্রকে তুলে নিয়ে মেরে স্বীকারোক্তি লেখায় তারা নির্দোষ

প্রহৃত বাপন পাত্র ও পিতা নির্মল পাত্র (বাঁ দিকে)

বাপনের পিঠে প্রহারের চিহ্ন

উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি থানার আগারহাটী গ্রাম। মাত্র কয়েক'শ লোকের বাস। পাশে প্রায় ৮০ বিঘা জমির উপর ফিসারি বা মাছের ঘেরি। মালিক কলকাতার স্বর্ণকমল সাহা(তৃণমূল বিধায়ক নন)। এই ঘেরির পাড়ে ছোট টঙ্ক ঘর (স্থানীয় ভাষায় 'আলা' বলে), যেখানে এক-দুজন করে লোক থাকে যারা পাহারা দেয়। গত ২৯ জুন রাত আনুমানিক ২ টায় একদল ডাকাত ঐ ঘেরিতে মাছ লুট করতে আসে। ঘেরিতে লক্ষ লক্ষ টাকার মাছ থাকে। ঘেরি পাহারায় থাকা সাধন রঞ্জিত, চন্দন হালদার এরা পাশের আগারহাটি গ্রাম থেকে লোকজন ডেকে নিয়ে যায়। ঘেরিতে ডাকাত পড়েছে শুনে অনেক গ্রামবাসী টর্চ নিয়ে ছুটে আসে ও ডাকাতদলকে ঘিরে ফেলে। অনেকে পালিয়ে গেলেও ডাকাতদলের তিনজন - নুরবক্স মোল্লা, রহমান গায়েন ও জিয়ারুল লে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে যায়।

গ্রামবাসীরা মারধর দিতে থাকলে জিয়ারুল পালিয়ে য়ায়। নুরবক্স এবং রহমান গায়েন কে আটকে রাখলে খবর চলে যায় এক কিলোমিটার দূরের গ্রাম আজগারা পাড়ায়। এই গ্রাম থেকেই ডাকাতদলটি এসেছিল, গ্রামটি সম্পূর্ণ মুসলিম অধ্যুষিত। এই গ্রামেরই ডাকাত সরদার আজগর মোল্লা, নুরবক্সের দাদা খোদাবক্স এবং জিয়াউদ্দিন মোল্লা ভোর চারটে নাগাদ আসে, এবং পুলিশে দেওয়ার আগেই তারা জোর করে ধৃত রহমান এবং নুরবক্সকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। দুজনেই আহত হয়েছিল, নুরবক্সই একটু বেশি আহত হয়েছিল যাকে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়।

মজার বিষয়, আজগর মোল্লা সিপিএম করে এবং এলাকায় ডাকাত সরদার বলে পরিচিত। আর জিয়াউদ্দিন মোল্লা করে টিএমসি। সে আবার সিপিএম অঞ্চল প্রধান মোসলেম শেখের শালা। তাদের ধর্মভাই ডাকাত ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে তারা দল দেখল না। পার্টি করা হিন্দুদের কি এসব দেখেও চোখ খুলবে?

মালদা জেলার চাঁচলের ভগবতীপুর ভারত সেবাশ্রম সংঘের হিন্দু মিলন মন্দিরে ১১ ও ১২ জুন অনুষ্ঠিত হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলনে এবার প্রধান বক্তা ছিলেন হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ। ভগবতীপুর গ্রামে অনুষ্ঠানে এই চিত্রে সংঘের স্বামীজীদের সঙ্গে তপন ঘোষ, অশেষকৃষ্ণ গোস্বামী, সমর দাস এবং অন্যান্যরা। উপবিষ্ট স্বামী সনাতনানন্দজী (ঔরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ), স্বামী জীবনানন্দজী (তাজপুর, দঃ দিনাজপুর), স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী (রায়গঞ্জ)। সম্মেলনে দুদিনই প্রধান বক্তা ছিলেন তপন ঘোষ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন স্বামী ঋতমানন্দজী (চাঁচল), স্বামী শিবসুন্দরানন্দজী(সাহাপুর), এবং অন্যান্যরা।

সংহতি সভাপতির দ্বিতীয়বার আমেরিকা সফর

গতবছর ২০১০ সালে আমেরিকার নিউইয়র্কে 'হিন্দু ইউনিটি ডে' তে আমন্ত্রণ পেয়ে যোগ দিয়েছিলেন হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ। তারপর তিনি আরও পাঁচটি শহরে বিভিন্ন কর্মসূচীতে যোগ দিয়েছিলেন। এবছর ২০১১ সালেও তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ডালাস শহরের 'সনাতন ধর্ম ফাউন্ডেশন' তাদের 'হিন্দু ইউনিটি ডে' অর্থাৎ 'হিন্দু সংহতি দিবসে'। আগামী ৬ ই আগষ্ট এই অনুষ্ঠান হবে। সেখানে তপন ঘোষকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। তিনিই সেখানে প্রধান বক্তা। তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু থাকবে — "Hindu Dharma on the eastern frontiers of Bharat : Learning from the past, securing the future."

ডালাস ছাড়াও এবার তাঁর প্রধান কর্মসূচী থাকবে টেক্সাস্ রাজ্যের ক্যালিফোর্নিয়াতে। আমেরিকার আরও কিছু শহরে তাঁর যাওয়ার কর্মসূচী তৈরী হচ্ছে।

তপন ঘোষের এই ভ্রমণ উপলক্ষে আমেরিকায় সংহতি শুভানুধ্যায়ীরা হিন্দু সংহতির তিন বছরের কার্যকলাপের উপর একটি রঙিন স্মারকগ্রন্থ বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

রত্না কীর্ত্তনিয়ার শ্লীলতাহানি - লুঠপাট ভাঙচুর বাড়ী

উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থানার হিন্দুদের শান্তি নেই। এই থানার বাগানগাঁ-র বাসিন্দা বিবাহিতা মহিলা রত্না কীর্ত্তনিয়া (৩৫) বাজার থেকে তার বাপের বাড়ী ফিরছিল সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ। সঙ্গে বাড়ীর লোকজনও ছিল। পথে খুদে নামে হিন্দু একটি ছেলে উক্ত মহিলার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। সেই সময় ছেলেটি নেশাগ্রস্ত ছিল। রত্নার বাড়ীর লোকজন ছেলেটিকে চড় থাপ্পড় দিয়ে ছেড়ে দেয়। ছেলেটির বাড়ী পাট শিমুলিয়া। ব্যাপারটা এখানেই মিটে যাবার কথা, কিন্তু ঘটনা মোড় নেয় অন্যদিকে।

ওই ঘটনার সময় পিছন দিক থেকে গাংপুর গ্রামের তিনজন মুসলমান যুবক সাইকেলে চেপে আসছিল। সেদিন হাটবার থাকায় বাজারে ভিড় ছিল। ওই তিনটি ছেলে ভিড়ের লোকজনকে গালাগালি করছিল তাদেরকে রাস্তায় সাইড দেওয়া নিয়ে। তাদের এই অভদ্র আচরণের জন্য বাজারের কিছু লোক তাদেরকে প্রহার করে। তারা গ্রামে ফিরে গিয়ে এই ঘটনা জানায়। সাথে সাথে গাংপুর ও পাটশিমুলিয়া গ্রাম থেকে দল বেঁধে লোকজন আসে। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, রত্নাদের ঘটনার সাথে কোন সম্পর্ক না থাকা সত্বেও তারা রত্নাদের বাড়ী আক্রমণ করে এবং নির্বিচারে চলে বাড়ী ভাঙচুর ও লুঠপাট। অন্যান্য জিনিষপত্রের সঙ্গে তুলে নিয়ে যায়

শেষাংশ ২য় পাতায়

আমাদের কথা

আনন্দ সংবাদ

যে কোন মৃত্যুই দুঃখের। সুতরাং, গত ৯ ই জুন ২০১১, অঙ্কনশিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন-এর মৃত্যু দুঃখের। কিন্তু তারই মধ্যে আনন্দ এইটুকু যে তাঁর মৃতদেহ ভারতে এনে কবর দেওয়া হয়নি। লন্ডনেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়েছে। ফিদা হুসেনের মৃতদেহ ভারতে আনা হয়নি, নাকি আনা যায়নি-তা স্পষ্ট নয়। গত ২০০৬ সাল থেকে হুসেন ভারত ত্যাগ করে দুবাইতে বসবাস করছিলেন। কট্টর মৌলবাদী মুসলমানের ভয়ে তসলিমা নাসরীন, সালাম্ আজাদ, সলমন রুশদী-র মত বহু শিল্পী সাহিত্যককে প্রাণরক্ষার জন্য নিজের দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে এবং বহু বছর লুকিয়ে থাকতে হয়েছে। হুসেনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। ভারতে কোন কট্টরপন্থী হিন্দু তাঁর প্রাণনাশের হুমকি দেয়নি। কিন্তু ভারতের অনেক কোর্টে তাঁর শিল্পের নামে নক্কারজনক ছবি আঁকার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। তিনি যেভাবে হিন্দু দেবদেবী ও ভারতমাতার নগ্ন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নোংরা ছবি এঁকে হিন্দু ধর্ম ও ভারতেবর্ষের অপমান করেছেন — তাতে আদালতে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন করা কঠিন ছিল। শিল্পীর স্বাধীনতার নামে তিনি অশ্লীল ছবি আঁকতে শুধু হিন্দুধর্মকেই বেছে নিয়েছেন কেন — এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। সুতরাং, যঃ পলায়তি, সঃ জীবতি। ভারত থেকে পালিয়ে দুবাই।

হুসেনের ৯৫ বছর বয়সে মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত। কিন্তু স্বস্তি পেয়েছি তাঁর মৃতদেহ ভারতের মাটিতে কবর না দেওয়ায়। কারণ, আমাদের আশঙ্কা, যা হয়ত তাঁর পুত্রও করেছিল যে, ভারতের কোন স্থানে তাঁকে কবর দিলে — কোন কট্টর হিন্দু হয়ত সেই কবরকে অপবিত্র করার চেষ্টা করত। তখন, তা আবার এক বিতর্কের সৃষ্টি করত, এবং তা হিন্দুধর্মের মূল্যবোধের বিরোধী হত।

মকবুল ফিদা হুসেনের জীবন বেশ বর্ণময়। মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত তীর্থস্থান পন্ঢারপুরে তাঁর জন্ম। কিন্তু তাঁর শিল্পজীবন শুরু মুম্বাইয়ের পতিতাপল্লী থেকে। তিনি প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন ঘোড়ার ছবি এঁকে। অনেকে হয়ত জানেন, ঘোড়া যেমন গতির প্রতীক, তেমনি সাহেবদের কাছে যৌনতারও প্রতীক। তারপর বেশ নামডাক হওয়ার পর বহু কোটি টাকা মূল্যে ছবিগুলো বিক্রী হতে লাগল। অনেকে সন্দেহ করেন যে এর মধ্যে সাদা-কালো টাকার খেলা আছে। ব্যাপারটা এরকম — কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অথবা কোন ধনী ব্যক্তি ইনকাম ট্যাক্সের হিসাব দাখিল করার জন্য বেশী করে খরচ দেখাতে চান, অথচ সেই পরিমাণ খরচ করতে চান না। সেক্ষেত্রে তাঁরা নামকরা শিল্পীর ছবি কেনার নামে বহু কোটি টাকা খরচ দেখিয়ে দিলেন। খরচ বাদ দিয়ে প্রফিট অর্থাৎ ইনকাম কম হয়ে গেল। ফলে ইনকাম ট্যাক্স কম লাগল। পরে আবার ঐ ছবি কেনার টাকার একটা অংশ গোপন পথে ক্রেতার কাছে ফিরে এলো। অনেকে সন্দেহ, এইভাবেই হুসেন ধনীদের কাছে প্রিয় হয়েছিলেন। বিশেষ করে টাটাদের কাছে।

রতন টাটার আগে পর্যন্ত স্বচ্ছ ব্যবসার জন্য টাটাদের সুখ্যাতি ছিল। কিন্তু রতন টাটা কর্ণধার হওয়ার পর থেকে টাটা কোম্পানি দু-নাম্বারি কাজ শুরু করল, রাজনীতিবিদদের ঘুস দিয়ে ব্যবসার স্বার্থ আদায় করে। সিঙ্গুরে কারখানা করতে পঃবঙ্গ সরকার ও সিপিএমের সঙ্গে তাঁর গোপন ও অনৈতিক লেনদেনের কথা আজ সকলে জানতে পেরেছে। কিন্তু তার আগেই টাটারা ব্যবসা করতে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন খালেদা জিয়ার ছেলেকে ঘুস দিয়ে। গালে চড় খেয়ে বহু টাকা লোকসান দিয়ে তাদেরকে বাংলাদেশ থেকে চলে আসতে হয়েছে। কারণটা আর কিছুই নয়। টাটারা ব্যবসা বোঝেন, কিন্তু রাজনীতি বোঝেন না। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের সেন্টিমেন্ট একেবারেই বোঝেন না।

এই টাটা কোম্পানিই প্রথম মকবুল ফিদা হুসেনের আঁকা হিন্দুধর্মকে অপমান করা অশ্লীল ছবিগুলো নিয়ে খুব দামী বই প্রকাশ করে। টাটার নামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় হুসেনের ইজ্জত খুব বেড়ে যায় যা তাঁর প্রাপ্য নয়। টাটারা হিন্দু নন, মুসলমানও নন। তাঁরা পার্সী। মুসলমানদের আক্রমণেই এই পার্সীদের দেশ পারস্য ধ্বংস হয়। কোটি কোটি পার্সী নিহত হয় এবং অবশিষ্ট পার্সীরা তাদের উপাস্য পবিত্র অগ্নিদেবতাকে লুকিয়ে নিয়ে ভারতে চলে আসে। তখন ভারত ছিল হিন্দুভারত। আমরা তাদেরকে আশ্রয় দিই। তারাও পুরুষানুক্রমে হিন্দুদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করে। কিন্তু এই রতন টাটার আমলেই হিন্দুধর্মকে অপমান করা হুসেনের ছবিগুলোকে নিয়ে দামী বইয়ে ছাপিয়ে প্রোমোট করে টাটারা। উন্নত ও সুসভ্য পারসিক সভ্যতার কলঙ্ক বর্তমানের এই টাটারা।

বলিউডের সুন্দরী নায়িকাদের প্রতি হুসেনের টান সুবিদিত। একইরকম টান আমরা দেখেছি দাউদ ইব্রাহিম - ছোটা শাকিলদের। শুধু বহিঃপ্রকাশটা ভিন্ন রকমের। ওই টানে পড়ে কত স্মিতা পাটিলদের প্রাণ দিতে হয়েছে, আমাদের কত গঙ্গা যে মন্দাকিনি-র মত ময়লা হয়েছে, কত শর্মিলাকে যে আয়েষা হতে হয়েছে — সে অন্ধকার ইতিহাস কোনদিন লেখা হলে তাতে হুসেনেরও নাম থাকবে। দাউদ ইব্রাহিম, আনীস্ ইব্রাহিম, ছোটা শাকিল আর ফিদা হুসেন - সকলেরই তো প্রিয় স্থান ওই দুবাই! তাহলে কোনো কমন্ ফ্যাক্টর কি নেই?

মকবুল ফিদা হুসেনের সম্বন্ধে আর একটি প্রসঙ্গ বলে শেষ করব। মহাভারতে মহাবীর কর্ণ যেমন বলেছিলেন যে, জন্মের উপর তাঁর হাত ছিলনা, কিন্তু কর্ম তাঁর কতৃত্বাধীন। কথাটা সঠিক। ঠিক সেইরকম, হুসেন জন্মেছিলেন ভারতীয় হয়ে। সেটা তাঁর ইচ্ছার উপর ছিল না। ভারতের আইনমতে তিনি জন্মসূত্রে ভারতীয়। কিন্তু তিনি ভারতীয় থেকে মৃত্যুবরণ করেননি। তিনি ২০১০ সালে মুসলিম অগণতান্ত্রিক মৌলবাদী রাষ্ট্র কাতারের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আহা! কাতারে কি শিল্পীর স্বাধীনতা! কাতারের স্বৈরতন্ত্রী শাসক আমীর হামাদ্ বিন খলিফা এই ফিদা হুসেনকে সাম্মানিক নাগরিকত্ব দিয়েছিল। পৃথিবীর কোন কোন দেশের সংবিধানে দ্বৈত নাগরিকত্বের স্বীকৃতি আছে। ভারতের সংবিধানে নেই। একথা জেনেও হুসেন মৌলবাদী কাতার রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ভারতের নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যায়। জীবনের ৯০ বছর এদেশে কাটিয়ে, প্রভূত অর্থ ও খ্যাতি অর্জন করেও শেষে মাত্র পাঁচটা বছর দেশে ফিরতে না পারায় তিনি দেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করে বিদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে নিলেন। এই তাঁর দেশের প্রতি ভালবাসা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত, আর একজন বিতাড়িত সাহিত্যিক তস্লিমা নাসরীন হুসেনের এই কাতারের নাগরিকত্ব গ্রহণ করাকে নিন্দা করেছেন।

সুতরাং, ৯৫ বছর বয়সে যে প্রভূত অর্থবান ও বিতর্কিত চিত্রশিল্পীর মৃত্যু হল, তিনি একজন কাতারী নাগরিক — মকবুল ফিদা হুসেন। আমরা ভারতের মানুষ তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

আসানসোল বস্তিন বাজারে

হিন্দু মন্দির নির্মাণে বাধা

গত ৪ জুন একদল মুসলিম দুস্কৃতকারীদের দ্বারা আসানসোল বস্তিন বাজারে একটি সুবৃহৎ হিন্দু মন্দির নির্মাণ স্থগিত হয়ে গেল। প্রসঙ্গত ঘটনাটি শুরু ২০০৯ সালে যখন জনৈক অতীন চৌধুরী বস্তিন বাজারে তাঁর একটি পুরাতন বাড়ী সহ সাড়ে তিন কাঠা জমি এলাকার দুই কুখ্যাত মুসলিম আব্রে আলম আনসারি এবং বদ্রে আলম আনসারি কে ২৩ লক্ষ টাকায় বিক্রি করেন। বাড়ীটিতে গত ষাট বছর ধরে দুর্গাপূজা চলে আসছিল, আর এলাকার কিছু মুসলিমের লক্ষ্য ছিল পূজাটি বন্ধ করা।

কিন্তু বস্তিন বাজার এলাকার হিন্দুরা এই ঘটনাটি মেনে নেয়নি। তাই তারা এর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। এর তীব্রতা প্রশাসনকে সচকিত করে তোলে এবং এস.ডি.ও.-র নির্দেশ অনুযায়ী হিন্দুরা যদি কেউ ৪৭ লক্ষ টাকা এক সপ্তাহের মধ্যে জমা দেয় - তবে জমিটি হিন্দুদের হবে। এবং তাই করা হয়। জমি সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাগজপত্র এস.ডি.ও.-র সামনেই তৈরী হয়। শ্রী শ্রী দুর্গামাতা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের নামে জমিটি রেজিষ্ট্রি হয়। কিন্তু মুসলিমদের পক্ষ থেকে ধারাবাহিক ভাবে ঐ জমিটির উপর তাদের আক্রমণ লেগেই ছিল। ৪ এপ্রিল এই জমি নিয়ে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে জমি এবং মন্দির নির্মাণ নিয়ে বাদ বিবাদ থেকে ব্যাপক হাঙ্গামার রূপ নেয়। সমস্যা সমাধানের জন্য ১২ এপ্রিল এ.ডি.এম.-র সঙ্গে দুপক্ষকেই ডাকা হয়। উক্ত বৈঠকে মুসলিমরা কয়েকটি অযৌক্তিক দাবি করে। যেমন হিন্দু মন্দিরটি হবে ছোট, দরজাও করতে হবে ছোট এবং মূর্তি রাখতে হবে দোতলায়। উপস্থিত হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং এ.ডি.এম. ও এগুলি অসাংবিধানিক বলে খারিজ করে দেন। এ.ডি.এম. মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দেন এবং দুপক্ষকেই সম্প্রীতি বজায় রাখতে বলেন। কিন্তু মুসলমানরা তাদের নিজ স্বার্থ রক্ষায় বদ্ধপরিকর। ইতিমধ্যে আসানসোল পুরসভার একদল প্রতিনিধি এসে মন্দির নির্মাণকে অবৈধ ঘোষণা করে। ৪ জুন বেলা ১১টা নাগাদ আবার তীব্র আঘাত আসে মুসলমানদের কাছ থেকে। একদল মুসলিম ফিরোজ খান, আলম খান, গুড্ডু খান (এরা তিন ভাই) অবৈধ ভাবে মন্দিরের কিছু অংশ দখল করে আছে। এবং মহঃ সানির নেতৃত্বে হিন্দুদের উপর হামলা চালায়। হিন্দুরা পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এ.ডি.এম.-এর নির্দেশ থাকা স্বত্বেও মুসলমান আক্রমণ হিন্দুদের ক্ষুব্ধ করে তোলে এবং প্রতিবাদ স্বরূপ তারা জি টি রোড অবরোধ করে। প্রশাসন দ্রুত পুলিশ বাহিনী পাঠিয়ে ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণে আনে।

মন্দিরে নির্মাণকাজ বর্তমানে বন্ধ আছে, কারণ তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত আসানসোল পৌরসভা এর পূর্বে মন্দিরে প্ল্যান অনুমোদন করলেও এখন তারা নতুন প্ল্যান জমা দিতে বলেছে। স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে যে মুসলমানদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে মন্দির নির্মাণ বন্ধ করে দিতে চায়।

হিন্দু সংহতি-র সাংগঠনিক রেজিস্ট্রেশন নম্বর
S/IL/76619 OF 2010-2011,
Under W.B.Society Registration Act. XXXVI of 1961
"স্বদেশ সংহতি সংবাদ"- পত্রিকার এর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ
R.N.I. No. WBBEN/2010/34131

দুর্গাপুরে আশ্রম ভাঙ্গা হল

শিল্প নগরী দুর্গাপুর শহরে কোক ওভেন থানার অন্তর্গত এলাকায় দুস্কৃতিকারীরা একটি আশ্রমে ভাঙচুর করল। গত ২১ শে মে শনিবার এই হামলায় আশ্রমের পুরোহিত আহত হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে কিছু মুসলিম দুস্কৃতি বেশ কিছু দিন ধরে এই আশ্রমের কাজে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল। আশ্রমে গত ৫-৬ বছর ধরে নিয়মিত বজরংবলী পূজার্চনা হয়। স্থানীয় অনেক ভক্ত এতে অংশ গ্রহণ করে। আশ্রমের স্বামী ফকিরানন্দ মহারাজ এবং সাধ্বী অনিমা দাস বলেন যে, "শনিবার কিছু যুবকের সাথে কোন একটি বিষয়ে বিবাদ হয়। তার পরেই ১৫ - ২০ জন এসে আশ্রম আক্রমণ করে ও আশ্রম ভেঙ্গে দেয়। তারা আমাদেরকে মারধর করে। ভোলা নামে একজন স্থানীয় যুবক আমাদেরকে বাঁচাতে এগিয়ে আসলে তাকেও ঐ দুস্কৃতিকারীরা প্রহার করে"। আশ্রম কর্তৃপক্ষ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

[সূত্রঃ দৈনিক জাগরণ, ২৩.০৫.২০১১]

হরিণঘাটার আদর্শ পল্লীতে
কর্মী সম্মেলন

২৯ মে হরিণঘাটার আদর্শ পল্লীতে কয়েকটি গ্রাম থেকে প্রায় ৮৫ জন কর্মীর উপস্থিতিতে সংহতির কর্মী সম্মেলন হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির এ্যাডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ও সুজিত মাইতি। সংহতির হরিণঘাটা ব্লকের সভাপতি পাঁচুগোপাল মন্ডল ও হেমন্ত সরকার স্থানীয় সমস্যার অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে বহুদিন ধরেই সমস্যা চলছে যে সমস্যার কোন সমাধান এখনো পর্যন্ত হয়নি। সমস্যাটা হল — আদর্শ পল্লীর গরীব মানুষদের সরকার থেকে বেশ কিছু জলা জমি মাছ চাষের জন্য দেওয়া হয়েছিল, যা এখন চাষ করে খাচ্ছে মুসলিমরা। উপস্থিত কর্মীরা জানান, সুষেণ বিশ্বাস আবুল কাসেমের কাছ থেকে ৬৬ শতক জমি কেনে, দলিলও পেয়ে যায়। কিন্তু সেই হতভাগ্য ব্যক্তি এখনো সেই জমির দখল পায়নি। স্থানীয়দের বক্তব্য, "আমরা সংখ্যালঘুর থেকেও খারাপ অবস্থায় আছি, এবং সেই জন্য আমরা বিভিন্ন দল বা প্রশাসন থেকে যথাযথ সমাধান পাই না"।

প্রথম পাতার শেষাংশ

রত্না কীর্ত্তনিয়ার বাড়ী লুঠ...

আখ মাড়াই করা একটি মেশিন, যার আনুমানিক মূল্য পঁচিশ হাজার টাকা। একটি ভ্যানও তুলে নিয়ে যায়। রত্নার বাড়ীর লোক দুষ্কৃতকারীদের নাম দিয়ে থানায় অভিযোগ জানালেও কোন প্রতিকার হয়নি এবং থানা থেকে ডায়েরী নম্বরও দেওয়া হয়নি। মেশিনটি না থাকায় রত্নাদের বাপের বাড়ীর জীবিকা বিপন্ন। পরবর্তী সংবাদ সূত্রে জানা যায় যে সীমান্ত অঞ্চলে যে বিশাল টাকার বহু জিনিসের চোরা কারবার হয়, তাতে স্থানীয় হিন্দুদের চাষের জমির ও ফসলের ক্ষতি হয়। হিন্দু সংহতি এই ক্ষতিগ্রস্থ হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা অনেকবার করে দিয়েছে। সেই জন্য সংহতি কর্মীরা চোরা কারবারীদের আক্রোশের শিকার হয়েছে। রত্না কীর্ত্তনিয়ার কাকা দীপঙ্কর কীর্ত্তনিয়া হিন্দু সংহতির একজন সক্রিয় কর্মী। হয়তো সেই কারণেই তাদের বাড়ির উপর এই আক্রমণ।

শ্যামাপ্রসাদ - কাশ্মীর - প্যালেস্টাইন - আমেরিকা

তপন কুমার ঘোষ

২৩ শে জুন ছিল শ্যামাপ্রসাদের বলিদান দিবস। ৬ ই জুলাই তাঁর জন্মদিন। ১৯০১-এ জন্ম। ১৯৫৩ তে মৃত্যু নেহেরু ও শেখ আবদুল্লার যৌথ চক্রান্তে। ১৯৪৭ সালে শ্যামাপ্রসাদ যে জিন্নার থাবা থেকে পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করেছিলেন একথা হিন্দু সংগঠনের সদস্যরা জানে। শেখ আবদুল্লা ও পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে কাশ্মীরকে রক্ষা করতে তাঁর অবদানের কথাও সকলে জানে। কিন্তু এই কাশ্মীরকে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। হয়ত বা এর থেকে কম মূল্যে কাশ্মীরকে বাঁচানো যেত না। সেদিন (১৯৫৩) কাশ্মীর বাঁচলেও বিশ্ব ইসলামের এই কাশ্মীর দখলের স্বপ্ন তারা ছাড়ে নি। এই স্বপ্নকে সাকার করতে তারা মাধ্যম করেছে পাকিস্তানকে। তাই বিশ্ব ইসলামের এই 'কাশ্মীর জেহাদ' পরিচালনা হচ্ছে পাকিস্তানের মাটি থেকেই। রসদ যোগাচ্ছে বিশ্ব ইসলাম।

নেহেরুর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কাশ্মীরের একাংশ পাকিস্তানের কব্জায় চলে গিয়েছে ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসেই। ওই অংশকে ওরা বলে আজাদ কাশ্মীর। আমাদের দেশ বলে POK। অর্থাৎ পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর.(Pak Occupied Kashmir)। অথচ ওটাকে আমাদের বলা উচিত ছিল 'গোলাম কাশ্মীর' বা 'পরাধীন কাশ্মীর'। আমাদের কাশ্মীর অংশকে ওরা তাই বলে।

আমাদের অংশের এই কাশ্মীরকে ইসলামের কবলে নিয়ে আসার ওদের প্রচেষ্টা ১৯৫৩ সালের পর দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদ প্রাণ দিয়ে কাশ্মীরে ভারতের স্বত্ব বা সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর স্লোগান ছিল "এক দেশ মে দো বিধান (আইন), দো প্রধান, দো নিশান - নেহী চলেঙ্গে"। তাঁর বলিদানের পর যদিও কাশ্মীরের জন্য পৃথক আইন (৩৭০ নং ধারা) হটানো যায়নি, কিন্তু কাশ্মীরের পৃথক পতাকা ও পৃথক প্রধানমন্ত্রী পদ অবলুপ্ত হয়েছে। আর রদ হয়েছে কাশ্মীরে ঢোকার জন্য পারমিট প্রথা। তারপর, পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকায় নেহেরুই বাধ্য হয়েছিলেন শেখ আবদুল্লাকে জেলে পুরতে। আবদুল্লা দীর্ঘ ২১ বছর জেলে ছিল। এদিকে ১৯৬২ সালে চীনের হাতে মার খেয়ে নেহেরুর আধিপত্যও বেশ কিছুটা কমেছিল। ফলে এই সময় ভারতের সুপ্রীম কোর্ট, নির্বাচন আয়োগ, সি.এ.জি. .(CAG) প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সংস্থার পরিধির মধ্যে কাশ্মীরকে ঢোকানো হয়েছিল। অর্থাৎ, শ্যামাপ্রসাদের বলিদান কাশ্মীরের ভারতভুক্তিকে দৃঢ়তর করেছিল।

কিন্তু ১৯৮০-র দশকের শেষ দিক থেকে অবস্থা আবার পাল্টাতে শুরু করল। কাশ্মীরে ভারতবিরোধী আন্দোলন আবার জোরালো হল এবং হিন্দুদের উপর অত্যাচার বাড়ল। ১৯৯০ সালের জুন মাসে কাশ্মীর উপত্যকা অর্থাৎ ৬টি জেলা থেকে সমস্ত হিন্দুকে বিতাড়ন করল পাকিস্তানের মদতপুষ্ট ইসলামিক মৌলবাদীরা। সারা ভারতে কোন গাছের একটা পাতাও নড়লনা, কারণ জাগ্রত হিন্দুরা তখন অযোধ্যায় রামমন্দির আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত।

বর্তমানে হিন্দুশূন্য কাশ্মীরে ভারতবিরোধী আন্দোলনের শক্তি একটু কমেছে। কমার কারণ হল, কাশ্মীরের মিয়ারা এই দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানের সঙ্গে একটু বেশী মেলামেশা করে বুঝতে পেরেছে যে পাকিস্তানে সুখ কত। পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী হল মূলতঃ পাঞ্জাবি মুসলমান। তারা সিন্ধ, পেশোয়ার ও বালুচদেরকে পায়ের নীচে রেখেছে। সুতরাং, কাশ্মীরীদেরকে তারা কতটা ইজ্জত দেবে তা কাশ্মীরীরা এখন ভালই বুঝতে পারছে। তাই কাশ্মীরীদের পাকিস্তান প্রেম অনেকটা কমেছে, কিন্তু ইসলাম প্রেম একটুও কমেনি।

কিন্তু বিগত দশ বছরে একটি নতুন পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। বিষয়টি জটিল। তবুও এই লেখার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

হাজার হাজার কাশ্মীরী মুসলমান যুবক পাকিস্তানে গিয়েছিল কাশ্মীরকে আজাদ করার জন্য সশস্ত্র ট্রেনিং নিতে। তারা পাক অধিকৃত কাশ্মীরে গিয়ে সেখানে কাশ্মীরীদের যে সুখ দেখে এসেছে, তার সঙ্গে ভারতে কাশ্মীরীদের অবস্থার তুলনা করে বাস্তব অবস্থাটা বুঝেছে। তাই তাদের পাক-প্রেম কমেছে। সুতরাং, কাশ্মীরের ভিতরে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতা একটু কমেছে। অর্থাৎ ভারতবিরোধী শক্তি একটু দুর্বল হয়েছে। কিন্তু এই সময় এক নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তারই ফলে সবল হয়েছে আন্তর্জাতিক শক্তি ও তৎপরতা যা কাশ্মীরকে ভারত থেকে আলাদা করতে চায়। এই শক্তির নেতৃত্বে আছে আমেরিকা। ভারতের শাসকগোষ্ঠীর উপর আমেরিকার চাপ বড় চাপ। তাই ভারতের শাসকগোষ্ঠী ওই চাপের কাছে নতিস্বীকার করার গোপন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ভারতের দেশভক্ত জনমতের প্রবল বিরোধিতার জন্য সেকথা তারা প্রকাশ্যে বলছে না। কিন্তু গোপনে তৎপরতা চলছে। ১৯৯৮ - ২০০৪ সালের এন.ডি.এ.-র বাজপেয়ী সরকারও এই গোপন তৎপরতার শরিক ছিল। বর্তমানে সোনিয়া - মনমোহনের সরকারও সেই একই পথে চলেছে।

এখন প্রশ্ন, কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করাতে আমেরিকার কী স্বার্থ? এটি বড় প্রশ্ন এবং এর উত্তর বেশ জটিল। তবুও সরল করার চেষ্টা করছি।

৯/১১ এ আমেরিকাতে লাদেনের হামলার পর আমেরিকা প্রথমে ইরাক, ও তারপর আফগানিস্তান আক্রমণ করল। তার আগে পর্যন্ত সারা বিশ্বের মুসলমানের মধ্যে জেহাদী হওয়ার প্রেরণা ছিল দুটি স্পট। একটি প্যালেস্টাইন, দ্বিতীয়টি কাশ্মীর। ইহুদীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে মধ্যপ্রাচ্যে তৈরী হল ইজরায়েল। যদিও এটা ইহুদীদের আদি বাসস্থান, কিন্তু ১৮০০ বছর তারা বিতাড়িত থাকার সময় ইসলামের অভ্যুত্থানের পর সম্পূর্ণ মধ্য প্রাচ্য, অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা দখল করে নিয়েছিল মুসলিমরা। তাই তাদের মাঝখানে বিধর্মী ইহুদীদের এই অবস্থান তারা সহ্য করতে পারছিল না। ১৪ই মে ১৯৪৮, ইজরায়েল প্রতিষ্ঠার পরপরই ওই অঞ্চলের মুসলমানরা ইহুদীদের উপর আক্রমণ শুরু করল। ওইদিন থেকেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ইহুদীরা দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দিয়ে যুদ্ধ জিতল। ১৯৬৭ সালে তিনটি বড় মুসলিম রাষ্ট্র ঈজিপ্ট, জর্ডন ও সিরিয়া একসঙ্গে ইজরায়েলকে আক্রমণ করল। আর তাদেরকে বিমান বাহিনী দিয়ে প্রত্যক্ষ সাহায্য করল পাকিস্তান, লিবিয়া, আলজিরিয়া, মরক্কো, কুয়েত ও সৌদি আরব। মাত্র ৬ দিন এই যুদ্ধ চলল। অতি ক্ষুদ্র ও নতুন রাষ্ট্র ইজরায়েল এই ৬ দিনেই ৯টি মুসলিম রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দিল। বিপুল জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইজরায়েল ছিনিয়ে নিল ঈজিপ্ট থেকে গাজা স্ট্রিপ ও বিশাল সিনাই উপত্যকা; জর্ডনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল পশ্চিম তট (West Bank) ও পূর্ব জেরুজালেম এবং সিরিয়া থেকে ছিনিয়ে নিল গোলান হাইট। এই যুদ্ধ দেখিয়ে দিল সাহস ও সংকল্প কী অসাধ্য সাধন করতে পারে।

১৯৭৩ সালে আবার আরব-ইজরায়েল যুদ্ধে একই ফল হল। পরবর্তী সময় নিজেদের রণকৌশল অনুসারে সিনাই ও গোলান হাইট ছেড়ে দিলেও গাজা ও পশ্চিম তটকে ইজরায়েল নিজেদের দখলে রাখল। তারা যুক্তি দিল যে বার বার প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলি তাদের উপর হামলা করছে। তাই তাদের অর্থাৎ ইজরায়েলের সীমারেখার নিরাপত্তার জন্য তারা ওই অতিরিক্ত ভূমিটাকে নিরাপত্তা বলয় হিসাবে ব্যবহার করবে।

একে বলে কাটা ঘায়ে নুনে ছিটে। একে তো জেরুজালেম দখল করে রেখেছে। তার উপর আবার গাজা পট্টি ও পশ্চিমতট। এখান থেকে কয়েক লক্ষ মুসলমানকে রিফিউজী হয়ে চলে যেতে হল জর্ডন ও সিরিয়াতে। মুসলমানদের এই দুঃখ, বেদনা ও আক্রোশ থেকে জন্ম নিল প্যালেস্টিনীয় মুক্তি বাহিনী বা পি.এল.ও.। এর নেতা ইয়াসির আরাফাত। প্যালাস্টাইনের বুকের উপরেই ইজরায়েলের জন্ম হয়েছে। সেই প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করার জন্য তৈরী হয়েছিল এই জেহাদী জঙ্গী বাহিনী। তারা ইজরায়েলের ভিতরে জেহাদী ও আত্মঘাতী হামলাকারী পাঠিয়ে যেতেই থাকল। উদ্দেশ্য-ইজরায়েলকে রক্তাক্ত করা। পেট্রল সমৃদ্ধ আরব দেশগুলি দিতে থাকল বিপুল অর্থ।

কিন্তু আমেরিকা ও পশ্চিমী দেশগুলির মাথাব্যাথার কারণ অন্য। ১৯৬৭-র ছয়দিনের যুদ্ধের হারের বেদনা শুধু আরব দেশগুলোকেই লাগেনি। সারা বিশ্বের মুসলমানদের লেগেছিল। তার উপর জেরুজালেম, গাজা ও পশ্চিম তট বেদখল। সুতরাং, ওই এলাকাগুলোকে মুক্ত করতে ও ইহুদীদের উপর বদলা নিতে সারা বিশ্বে মুসলমানদের মধ্যে একটা প্রেরণা তৈরী হল। তার ফলে ইসলামের প্রেরণায় সারা বিশ্বে তৈরী হতে থাকল জেহাদী ও আত্মঘাতী। আমেরিকা ও পশ্চিমী দেশগুলি যেহেতু ইজরায়েল নির্মাণে সাহায্য করেছে, এবং যেহেতু আমেরিকায় বসবাসকারী ইহুদীরা আমেরিকা সরকারের নীতি নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা নেয়, সেইহেতু, মুসলমানদের রাগ আমেরিকার উপর গিয়ে পড়ল। তাই, ওই যে বিপুল সংখ্যায় জেহাদী আত্মঘাতী তৈরী হয়েছে, তারা সারা বিশ্বে আমেরিকান দূতাবাস ও আমেরিকান নাগরিক ও পর্যটকদের উপর হামলা চালাতে থাকল। আমেরিকার গোষ্ঠীভুক্ত কানাডা ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের উপরও একই আক্রোশে হামলা চালাতে লাগল। আমেরিকান ও ইউরোপীয়ানদের জীবন গোটা পৃথিবীতে বিপন্ন হয়ে পড়ল। এরই চূড়ান্ত পরিণতি ঘটল ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে লাদেনের বিমান হানায়। এই হামলায় সাড়ে তিন হাজার মানুষকে হত্যা করল জেহাদী সন্ত্রাসবাদীরা। এই নৃশংস সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে গোটা বিশ্বের বিবেক কেঁপে উঠল। অবশ্য মুসলিমদের বিবেকের কথা আলাদা।

এমত পরিস্থিতিতে আমেরিকা তার দেশে খুব কড়া হাতে ইসলামিক সন্ত্রাসের মোকাবিলা করলেও বুঝতে পারল যে জেহাদের আঁতুড়ঘর আমেরিকায় নেই। তা আছে প্যালেস্টাইনে। ওখানে মুসলমানের ক্ষত যতদিন থাকবে, ততদিন জেহাদী তৈরী হতেই থাকবে। তা বন্ধ হবেনা। আর সারা পৃথিবীতে আমেরিকান নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানও নিরাপদ থাকবে না। সুতরাং, প্যালেস্টাইনের ক্ষততে মলম লাগানোর কোন একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

একই গল্প কাশ্মীরের। গোটা পৃথিবীতে মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করা হয়েছে যে ভারত অন্যায়ভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর দখল করে রেখেছে এবং কাশ্মীরীদের উপর খুব অত্যাচার করছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অত্যাচারের মিথ্যা কাহিনী প্রচার করা হয়েছে। ফলে কাশ্মীর থেকে বহুদূরে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত জেহাদী তৈরী হচ্ছে কাশ্মীরকে আজাদ করার জন্য। এবং তারা পাকিস্তান হয়ে কাশ্মীরে আসছে তাদের ধর্মভাইদের রক্ষা করার জন্য। রক্ষা করার উপায় কী? হিন্দু হত্যা ও ভারতীয় সেনা হত্যা।

জেহাদী তৈরীর পরবর্তী প্রেরণা তৈরী হয়েছে আমেরিকার দ্বারা সাদ্দাম হোসেন হত্যা ও আফগানিস্তান দখল। আমেরিকার বিদেশনীতির এইসব পদক্ষেপের কথা পরবর্তী কোন সময় আলোচনা করব। কিন্তু আমেরিকা নিজের গায়ের চামড়া বাঁচাতে জেহাদী তৈরীর মূল প্রেরণা প্যালেস্টাইন ও কাশ্মীরে কিছু মলম লাগাতে চায়, যাতে গোটা বিশ্বের আহত মুসলিম মানস কিছুটা সান্ত্বনা পায়। সেই মলমই হল গাজা পট্টি মুসলমানদেরকে ফেরৎ দেওয়া ও কাশ্মীরকে স্বাধীনতা দেওয়া।

কিন্তু ইজরায়েল ও ভারতকে দিয়ে এই প্রস্তাব গ্রহণ করাবে কি করে? দুটো দেশেরই জনমত তো এটা স্বীকার করবে না। যে সরকারই এই কাজ করতে যাবে তার বিরুদ্ধেই বিপুল জনমত তৈরী হবে এবং সেই সরকার গদিচ্যুত হবে। ফলে এই অপচেষ্টা কার্যকরী হবে না। তাহলে উপায়? উপায় বের করার জন্যই তো আমেরিকা সরকারের বিদেশ দপ্তরে পৃথিবীর সবথেকে দামী মাথাগুলো কিনে নিয়ে যায়।

উপায় বের করা হল ইজরায়েলে। সে দেশের সাধারণ মানুষ মুসলিম বিরোধী ও প্যালেস্টাইন বিরোধী। অ্যারিয়েল শ্যারন নামে সেদেশের একজন সেনানায়ক আরবদের সঙ্গে পাঁচটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯৮২ সালের আরব ইজরায়েল যুদ্ধের সময় ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন শ্যারন। সেই সময় লেবাননে একটি প্যালেস্টিনীয় মুসলিমদের রিফিউজী ক্যাম্পকে ঘিরে রেখেছিল ইজরায়েলী সেনাবাহিনী। সেই অবস্থায় লেবাননের একটি খ্রীষ্টান সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী ঢুকে ৩৫০০ মুসলমানকে হত্যা করেছিল। ইজরায়েল দ্বারা গঠিত একটি তদন্ত কমিশন এই ঘটনায় শ্যারনকে পরোক্ষভাবে দোষী সাব্যস্ত করলেও এই ঘটনায় তিনি সাধারণ ইহুদীদের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন। ২০০১ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। আমেরিকা তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হতে সাহায্য করল। তারপর এই সাহায্যের মূল্য আদায় করে নিল। তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লোভকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকা দুদিকেই খেলল। ইজরায়েলের সাধারণ ইহুদীরা তো কড়া মুসলিম বিরোধী নেতা চায়। এদিকে শ্যারনের লোভ ক্ষমতায়, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী পদে। আমেরিকা শ্যারনকে বোঝাল যে 'আমরা তোমাকে প্রধানমন্ত্রী করছি'। এদিকে সাধারণ মানুষ তো কড়া নেতা চায়ই। সুতরাং শ্যারনকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসানো কঠিন হল না, অথচ শ্যারন আমেরিকার কাছে কৃতজ্ঞ থাকলেন। শ্যারনের দুর্বলতা (১৯৮২-র লেবাননে গণহত্যার অভিযোগ) ও ক্ষমতার লোভকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকা তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে করে ফেলল এবং তাঁকে দিয়েই তাদের দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা - গাজা পট্টি ঈজিপ্টকে ফেরৎ দেওয়া করালো ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ইজরায়েলের সাধারণ মানুষ জোরালো প্রতিবাদ করতে পারল না, কারণ তাদেরই পছন্দের নেতা এই কাজ করলেন। অর্থাৎ, অ্যারিয়েল শ্যারনের মুসলিম বিরোধী ও আরব বিরোধী ইমেজকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকা সাধারণ ইহুদীদেরকে বিভ্রান্ত ও নিষ্ক্রিয় করে দিল। ৪ জানুয়ারী, ২০০৬ সেরিব্রাল স্ট্রোকে শ্যারন কোমায় চলে গেলেন। আর তাঁর জ্ঞান ফেরেনি।

অনুরূপ পরিস্থিতি কাশ্মীরকে নিয়েও। কাশ্মীর আজ ভারতের অখন্ডতার সামনে বড় একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্যামাপ্রসাদের বলিদান সারা ভারতের সমস্ত হিন্দু সংস্থাগুলির কর্মী, সদস্য ও সমর্থকদের মধ্যে কাশ্মীর সম্বন্ধে অনমনীয় মনোভাবের সৃষ্টি করেছে। যদিও আজ কাশ্মীর হিন্দু শূন্য, তবুও কারগিল যুদ্ধ ও অমরনাথ তীর্থযাত্রা সারা দেশের হিন্দুদেরকে কাশ্মীরের সঙ্গে মানসিক ভাবে যুক্ত করেছে। তাছাড়া, কাশ্মীরে জেহাদী উগ্রপন্থীদের হাতে আমাদের সেনাবাহিনীর বহু জওয়ানের মৃত্যুও আমরা বৃথা যেতে দিতে পারিনা। কাশ্মীর সম্বন্ধে সমস্ত দেশবাসীর এই আবেগকে মর্যাদা জানাতে ভারতের লোকসভায় একবার সর্বসম্মতিক্রমে এই মর্মে প্রস্তাব পাশ হয়েছে যে 'কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতে ফিরিয়ে আনাই আমাদের কাছে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান'।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্যামাপ্রসাদ বলিদান দিবস

মঞ্চে উপবিষ্ট বাঁদিক থেকে বিকাশ ভট্টাচার্য, অজয় নন্দী, দেবব্রত চৌধুরী, অধ্যাপক শ্যামলেশ দাস। ভাষণ দিচ্ছেন তপন ঘোষ।

গত ২৩ শে জুন ভারতকেশরী ডঙ্গ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ৫৮তম বলিদান দিবসে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী এসে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে মাল্যদান করেন । সকাল ৮টায় কেওড়াতলা শ্মশানে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে মাল্যদান করেন রাজ্যের নতুন সরকারের পরিবহন মন্ত্রী সুব্রত বক্সী, কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র বেগম ফরজানা আলম্, শ্রী কেশবরাও দীক্ষিত, অমিতাভ ঘোষ, অজয় নন্দী, তপন ঘোষ, মিহির সাহা এবং আরও অনেকে।

এর পূর্বে শাসক সিপিএম-এর কোন মন্ত্রী কোনদিন শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে মালা দেননি। সেদিক থেকে তৃণমূলের মন্ত্রী ও ডেপুটি মেয়র আসা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে বক্তব্য রাখেন অমিতাভ ঘোষ ও সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ।

বিকাল পাঁচটায় কলকাতা স্টুডেন্টস্ হলে ডঙ্গ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী স্মারক সমিতি আয়োজিত 'শ্যামাপ্রসাদ ও কাশ্মীর' বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ, মেজর জেনারেল কে. কে. গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্যামলেশ দাস, তপন ঘোষ প্রমুখরা।

বিরাটি স্টেশনের পাশে সন্ধ্যা সাতটায় আয়োজিত শ্যামাপ্রসাদ স্মরণসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন তপন ঘোষ। সেখানে তাঁর দেড় ঘন্টাব্যাপী ভাষণে বিরাটি স্টেশন চত্বর গরম হয়ে ওঠে।

বনগাঁয় পুলিশের লাঞ্ছনার হাত থেকে

রেহাই পেলনা গর্ভবতী অষ্টমীও

গত সংখ্যার পত্রিকায় পাঠকরা পড়েছেন কিভাবে ধর্ষণ করতে আসা হুজুর আলিকে হাতুড়ি মেরে নিজের ইজ্জত বাঁচাল শেফালি এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের ভূমিকা। এই ঘটনা ঘটেছিল ২ জুন। পরেরদিন ৩ জুন বনগাঁ থানার পুলিশ রাত ৯টায় গ্রামে ঢোকে। গ্রামে ঢুকতেই দ্বিতীয় বাড়ীটাই অষ্টমীদের। বাড়ীর দাওয়ায় বসে অষ্টমী ও তার স্বামী অমিত রায় চা খাচ্ছিল ও আগের দিনের ঘটে যাওয়া ঘটনা স্বামীকে শোনাচ্ছিল। এবং মাঝে মাঝে পুলিশ এসে হানা দিচ্ছে সে ঘটনা বলছিল। অমিতের বাবা-মা মধ্যমগ্রামে তার মেয়ের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিল। এইসময় এলাকাতে পুলিশ ঢোকে ও প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী ঢুকে পুরুষদের গ্রেফতার করতে থাকে। অমিতের বাড়ীতেও পুলিশ এসে দরজায় ধাক্কা মারতে থাকে। খুলতে দেরী হওয়ায় পুলিশ জানলায় ধাক্কা মারে, জানালা ভেঙে যায়। অষ্টমী ভেতর থেকে দেখতে পায় পুলিশ। তখন দরজা খোলামাত্র পুলিশ ঘরে ঢুকে কোন কথা না শুনেই অমিতকে পেটাতে থাকে। প্রতিহত করার চেষ্টা ব্যর্থ। মারতে মারতে অমিতকে পুলিশের গাড়ীতে তোলার সময় অমিতের স্ত্রী অষ্টমী স্বামীকে বাঁচানোর চেষ্টায় তাকে ধরে টানাটানি করতে থাকলে পুলিশ অষ্টমীর চুলের মুঠি ধরে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়। না দমে অষ্টমী দ্বিতীয়বার অমিতকে আটকাতে গেলে পুলিশ নির্দয় ভাবে গর্ভবতী অষ্টমীর পেটে লাথি মারে। পুরুষ পুলিশের লাথি সহ্য করতে না পেরে অষ্টমী জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পুলিশ গাড়ী অমিতকে নিয়ে চলে যায়। এই ঘটনার পর পাশের বাড়ীর এক কাকিমা এসে অষ্টমীকে কাপড় ঢাকা দিয়ে তুলে নিয়ে যায়। অষ্টমীর বাবা-মা কে ফোন করা হলে তার বাবা এসে অষ্টমীকে বনগাঁ হাসপাতালে রাত ১ টায় ভর্তি করেন। কিন্তু কোন চিকিৎসা না হওয়ায় তাকে হাবড়ার একটি প্রাইভেট নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয় এবং সেখানে তার আল্ট্রা সোনোগ্রাফি করে ডাক্তার রিপোর্ট দেয়- পুলিশের লাথিতে পেটের বাচ্চা ঘুরে গেছে। বেশ কিছুদিন চিকিৎসার পর বর্তমানে অষ্টমীর অবস্থা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। কিন্তু এই ঘটনার সূত্রপাত যে শেফালিকে নিয়ে, তারা এই তান্ডব দেখে কোথায় আছে এখনও কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া ২৪জন জামিন পেয়ে ১৪দিন পর জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে। আরও ১৩ জনের নামে পুলিশ মিথ্যা কেস দিয়েছে। সম্পূর্ণ ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে যে বনগাঁ মহকুমায় হিন্দু সংহতির কাজের বৃদ্ধি দেখে তা নষ্ট করার জন্য এক গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো হয়েছে।

অভিবাসীদেরকেই মানিয়ে নিতে হবে, অস্ট্রেলিয়াবাসীদের নয়।

হয় গ্রহণ কর অথবা অস্ট্রেলিয়া ত্যাগ কর।

— প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী জুলিয়া গিলার্ড-এর কড়া বক্তব্য

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি জুলিয়া গিলার্ড অন্যান্য দেশ থেকে তাঁর দেশে আগত মুসলিম অভিবাসীদেরকে যে কথা বলেছেন, তা পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের কাছে অনুকরণীয় হওয়া উচিত। কারণ পৃথিবীর বহু দেশই বর্তমানে ইসলামিক মৌলবাদ ও মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ-এর সমস্যায় জর্জরিত। অস্ট্রেলিয়াও এই সমস্যায় ভুগছে।

শ্রীমতি গিলার্ড দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মুসলিমদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে যারা শরীয়ত্ আইনের আওতায় বসবাস করতে চায়, তাদেরকে অস্ট্রেলিয়া থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

গত ২২ জুন ২০১১ তারিখে জারী করা শ্রীমতী জুলিয়া গিলার্ড-এর বিবৃতি ঃ

"আমাদের দেশের কিছু ব্যাক্তি এবং তাদের সংস্কৃতিকে আমরা আঘাত করে ফেলছি কিনা, এ বিষয়ে আমাদের দেশের অনেকের দুশ্চিন্তা দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। অথচ, ইন্দোনেশিয়ার বালিতে আমাদের নাগরিকদের উপর সন্ত্রাসবাদী (জেহাদী) আক্রমণের পর সমগ্র অস্ট্রেলিয়াতে জাতীয়তাবাদের এক প্রবল ঢেউ আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

আমাদের সংস্কৃতি ২০০ বছরের সংগ্রাম ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তৈরী হয়েছে। এবং লক্ষ লক্ষ পুরুষ ও নারী যারা স্বাধীনতা চেয়েছিল, তাদের জয়ের মধ্য দিয়ে তৈরী হয়েছে।

আমরা প্রধানতঃ ইংরাজী ভাষায় কথা বলি, স্প্যানিশ, লেবানীজ, আরবী, চীনা, জাপানী, রাশিয়ান বা অন্য কোন ভাষায় নয়। সুতরাং, তোমরা যদি আমাদের সমাজের একটা অংশ হতে চাও, তাহলে এই ভাষা শিখে নাও।

বেশীরভাগ অস্ট্রেলিয়ান ভগবানে (গড) বিশ্বাস করে। এটা কোনো দক্ষিণপন্থী খ্রীষ্টানদের রাজনৈতিক চাপ নয়। এটা বাস্তব ঘটনা যে খ্রীষ্টান পুরুষ ও নারীরা মিলে খ্রীষ্টান মূল্যবোধের উপরেই এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ইতিহাসে তা খুব ভালভাবে লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং আমাদের স্কুলের দেওয়ালে তা (গড্) শোভা পাবে। যদি এই ভগবান তোমাকে ক্ষুব্ধ করে, তাহলে আমি তোমাদেরকে জোরালো পরামর্শ দেব যে, পৃথিবীর অন্য কোন স্থান তোমাদের নতুন বাসস্থান হিসাবে বেছে নাও। কারণ, গড্ আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ।

আমরা তোমাদের আস্থাগুলোকে মেনে নেব এবং সেগুলো সম্বন্ধে প্রশ্ন করব না। কিন্তু তোমাদেরকেও আমাদের আস্থাগুলিকে মেনে নিতে হবে এবং আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে ও শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করতে হবে।

এটা আমাদের দেশ, আমাদের ভূমি এবং আমাদের জীবনশৈলী। কিন্তু তাও আমরা তোমাদেরকে সুযোগ দেব এই সবকিছু ভোগ করতে। কিন্তু যেইমাত্র তোমরা অভিযোগ জানাতে শুরু করবে, ক্ষোভ প্রকাশ করা শুরু করবে, আর আমাদের জাতীয় পতাকা, জাতীয় শপথবাক্য, আমাদের ধর্মীয় আস্থা ও আমাদের জীবনশৈলীর উপর আঘাত হানা শুরু করবে, তৎক্ষণাৎ আমি তোমাদেরকে দৃঢ়ভাবে পরামর্শ দেব আমাদের সংবিধান প্রদত্ত আর একটা মহান অধিকারের সুযোগ গ্রহণ করতে, তা হল দেশ ত্যাগ করার অধিকার। যদি তোমরা এখানে সুখী না থাকতে পার, তাহলে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে যাও। তোমাদেরকে আমরা জোর করে এদেশে নিয়ে আসিনি, তোমরা নিজে থেকে এসেছ। সুতরাং এ দেশকে গ্রহণ করার দায়িত্ব তোমাদের।"

অস্ট্রেলিয়ার এই সাহসী মহিলা প্রধানমন্ত্রীকে ভারতবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই।

[সংবাদ সূত্র ঃ http://smartgirlpolitics.ning.com/profiles/blogs/australia-says-no-second-time]

ডোমজুড়ে হিন্দুগ্রাম সন্ত্রস্ত

দুষ্কৃতিদের হুমকি অব্যাহত

হাওড়া জেলার ডোমজুড় থানার উত্তর নিবড়া পঞ্চাননতলার হিন্দু জনগণ অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন ২২ শে জুন, যখন তাদের সমবেত প্রতিরোধের জন্য দুজন দুষ্কৃতি, হাসান গাজী এবং মুকুল আলি ধরা পড়ে। প্রসঙ্গতঃ এই দুই মুসলিম যুবক এবং তাদের সঙ্গী সাথীরা গ্রামেরই একটি মেয়ের সঙ্গে অকথ্য ব্যবহার করে পালাতে গেলে হিন্দু যুবকদের দ্বারা প্রতিহত হয়। কিন্তু ওই দুষ্কৃতকারীরা ছিল বেপরোয়া। ফলস্বরূপ তারা দুটি হিন্দু যুবক - মালো রাম ও বাবলা বেরা কে ভয়ঙ্কর ভাবে ছুরিকাহত করে। কিন্তু বর্তমানে সেই গ্রাম সম্পূর্ণ সন্ত্রস্ত এবং আরও বিপদের আশঙ্কায় দিন গুনছে।

হিন্দু সংহতির একটি টিম তদন্তে গেলে জানা যায়, মেয়েদের প্রতি এইরূপ আচরণ প্রায়ই ঘটছে। প্রশাসন নির্বিকার। তার সুযোগ নিয়ে মুসলিম দুষ্কৃতিদের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে। উল্লেখ্য ২২ শে জুন ছয়জন দুষ্কৃতি দুটি মোটরবাইকে পার্শ্ববর্তী অঙ্কুরহাটি গ্রাম থেকে আসে এবং এক কথায় শ্লীলতাহানির তান্ডব চালায়। গ্রাম সূত্রে জানা যায় গুন্ডা দলের সকলের হাতে অস্ত্র ছিল এবং তিনজন এর হাতে আগ্নেয়াস্ত্রও ছিল। এদের সকলেরই বয়স ২০-২৫ বছর। কিন্তু জাগ্রত হিন্দু জনতার প্রতিরোধ সেই যাত্রায় তাদের পরাস্ত করে। হিন্দু সংহতির টিম মালো রামের সঙ্গে দেখা করে এবং গুরুতরভাবে আহত এই যুবকের কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত তথ্য জানা যায়। মালোরামের গলায় ক্ষুর চালালে সে প্রতিরোধ করে। ফলে ক্ষুর তার মুখে এসে লাগে, আটখানা সেলাই পড়ে। বাবলা বেরাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এরা দুজনেই এই কাজে গর্বিত।

স্থানীয় জনগণ এই ঘটনার সময় একজোট হয়ে প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলেই হাসান গাজী এবং মুকুল আলিকে ধরে ফেলে। এবং তাদের হাতে অস্ত্রও পাওয়া যায়। সমুচিত শিক্ষা দিয়ে তাদের দুজনকেই পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বাকিরা পালিয়ে যায়।

বিশেষ ঘোষণা ঃ এই পত্রিকা পড়ে যদি কেউ 'হিন্দু সংহতির' সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান, তাহলে তিনি এই সংগঠনের কার্যালয় ঃ ৫ নং ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ১২ (শিয়ালদহের নিকট শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সামনে) **ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন নং ঃ ০৩৩-২২৫৭২৬৮৮ এবং ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯।**

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southasiasambad.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 303/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans,
Editor's Name & Address : Prokash Chandra Das, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012